আলমডাঙ্গায় অভ্যন্তরীণ আমন ধান ও চাল সংগ্রহ অভিযানের উদ্বোধন

আলমডাঙ্গায় অভ্যন্তরীণ আমন ধান ও চাল সংগ্রহ অভিযান ২৩-২৪ উদ্বোধন করা হয়েছে। উপজেলা সংগ্রহ ও মনিটারিং কমিটির আয়োজনে গতকাল বুধবার সকাল ১১টায় খাদ্য গুদাম চত্বরে এ অভিযানের উদ্বোধন করা হয়।

আলমডাঙ্গা উপজেলা নির্বাহী অফিসার স্নিগ্ধা দাস প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত থেকে ধান ও চাল সংগ্রহ অভিযানের উদ্বোধন করেন।

এসময় উপস্থিত ছিলেন উপজেলা কৃষি অফিসার কৃষিবিদ রেহানা পারভীন,উপজেলা ফুড অফিসার আব্দুল হামিদ,উপজেলা ভারপ্রাপ্ত গোডাউন কর্মকর্তা আব্দুল আলিম, মিল চাতাল মালিক সমিতির সভাপতি আশরাফুল ইসলাম, সাধারণ সম্পাদক তোফাজ্জেল হোসেন, সাংগঠনিক সম্পাদক জয়নাল আবেদিন ক্যাপ জয়নাল, সিরাজ এগ্রো ফুডের স্বত্বাধীকারি পক্ষের আব্দুল্লাহ আল মামুন প্রমুখ।

উপজেলা খাদ্য অফিস সুত্র জানায় এবার ৪৪ টাকা দরে ৩৮০ মেট্রিক টন চাল ও ৩০ টাকা দরে ৬৩৬ মেট্রিক টন ধান সংগ্রহ করবে সরকার।

উপজেলা কৃষি অফিস থেকে প্রকৃত কৃষকদের তালিকা দিলে সেই তালিকা মোতাবেক কৃষকদের কাছ ধান ক্রয় করা হবে। এছাড়া তালিকা ভুক্ত মিল চাতাল মালিকদের কাছ থেকে সরকারি দরে চাল ক্রয় করা হবে।

আলমডাঙ্গায় সাবেক যুবলীগ নেতৃবৃন্দের মতবিনিময় সভা

আসন্ন দ্বাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচন উপলক্ষে আলমডাঙ্গায় সাবেক যুবলীগ নেতৃবৃন্দ এক মতবিনিময় সভা করেছেন। কেন্দ্রীয় যুবলীগের

সাবেক প্রেসিডিয়াম মেম্বার ও জেলা পরিষদের সাবেক চেয়ারম্যান শেখ সামসুল আবেদীন খোকনের এসব সমর্থক আজ মঙ্গলবার সকাল ১১ টার দিকে আলমডাঙ্গার বাবুপাড়া কমিউনিটি সেন্টারে এ মতবিনিময় সভার আয়োজন করা হয়।

আলমডাঙ্গা পৌরসভার ৮ নং ওয়ার্ড কাউন্সিলর সাবেক ছাত্রনেতা আশরাফুল হক বাবুর সভাপতিত্বে ওই মত বিনিময় সভায় অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন আলমডাঙ্গা উপজেলা যুবলীগের সাবেক যুগ্নআহবায়ক সাজ্জাদুল ইসলাম স্বপন।

উপজেলা যুবলীগের যুগ্নআহবায়ক শাহিন রেজার পরিচালনায় ওই মতবিনিময় সভায় বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন যুবলীগ নেতা হাবিবুর রহমান রুবেল, হারদি ইউনিয়ন মহিলা আওয়ামীলীগ নেত্রী বীরমুক্তিযোদ্ধা মোমেনা বেগম, কুমারি ইউনিয়ন যুবলীগের সহ-সভাপতি ইমাদুল হক, তকবুল মেম্বার, শাহিন খন্দকার, নজরুল সাঁইজি, জিনারুল ইসলাম, হারদি ইউনিয়ন যুবলীগ নেতা সাহানুর রহমান টিপু মেম্বার, রুবেল শেখ, শাহিন খাঁন, রবিন খাঁন, তৌফিক, উপজেলা যুবলীগের সদস্য সনি রাজ, আহার আলী, হাসিবুল মেম্বার, লক্ষণ কর্মকার, রবিউল ইসলাম, রাব্বি, রেজাউল হক, হাবিল, ডাউকি ইউনিয়ন যুবলীগের যুগ্নআহবায়ক সিদ্দিক, আশা, হাফিজ, জিবন, মাসুম বিল্লাল, আশাবুল, মারুফুল হক, আব্দুল হালিম (মুরগি), পৌর কৃষকলীগ নেতা সবুজ, আজম খাঁন, ভাঙবাড়িয়া ইউনিয়ন যুবলীগ নেতা রাজ, বকুল আহমেদ, পৌর ছাত্রলীগের সাবেক সাংগঠনিক সম্পাদক কাজী চন্দন, ছাত্রলীগ নেতা শেখ ইমতিয়াজ নিপ্পন, শাহারিয়ার তপু, এসকে শাকিল, শাকিব আহমেদ, সাব্বির রহমান, সজিব আহমেদ।

মতবিনিময়ে বক্তারা বলেন, আসন্ন দ্বাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনে আমরা যার পক্ষ্যেই ভোটের মাঠে নামি না কেনো কেন্দ্রীয় যুবলীগের সাবেক প্রেসিডিয়াম মেম্বার শেখ সামসুল আবেদীন খোকন ভাইয়ের নির্দেশনা অনুযায়ী সকলে ঐক্যবদ্ধ ভাবে মাঠে নামবো। আপনারা কোন রকম বিভ্রান্ত হবেন না। আমরা ঐক্যবদ্ধ আছি এবং ঐক্যবদ্ধ থাকবো।

আলমডাঙ্গায় চাচাশ্বশুরকে বিয়ের দাবিতে অনশনে গৃহবধূ

বিয়ের দাবিতে চাচাশ্বশুরের বাড়িতে দু’দিন ধরে অনশনে বসেছেন গৃহবধূ সামসুর নাহার (২৭)। বিয়ে না করলে আত্মহত্যা করবেন বলে হুমকি দিচ্ছেন ওই নারী। তবে অনশনের খবর পেয়ে এলাকা ছেড়ে পালিয়েছেন চাচাশ্বশুর রুহুল আমিন (৩৭)।

গতকাল রবিবার রাত ১০ টা থেকে আজ সোমবার দুপুর পর্যন্ত উপজেলার বেলগাছি পূর্বপাড়া গ্রামে রুহুল আমিনের বাড়িতে অবস্থান করছিলেন সামসুর নাহার।

স্থানীয়রা জানান, সামসুর নাহার বেলগাছি বাজার এলাকার প্রবাসী শরিফুল ইসলামের সাথে পারিবারিক বিয়ে হয় তার। দাম্পত্য জীবনে তাদের স্কুলপড়ুয়া দুই ছেলে ও মেয়ে রয়েছে।

সামসুর নাহারের স্বামী কুয়েত প্রবাসী হওয়ায় চাচাশশুর সুবাদে তার অবাধ যাতায়াত ছিল। সম্পর্কে রুহুল আমিন সামসুর নাহারের চাচাশ্বশুর। এক পর্যায়ে সামসুর নাহার ও রুহুল আমিনের মধ্যে পরকীয়ার সম্পর্ক গড়ে ওঠে।

গত ৩ দিন আগে গভীর রাতে বাড়ির পেছনে রুহুল আমিনের সঙ্গে শারীরিক সম্পর্ক হয় সামসুর নাহারের। স্ত্রীর অবৈধ এমন মেলামেশা নিজ চোখে দেখে ফেলেন স্বামী শরিফুল ইসলাম। ইতিপূর্বে তাদের অবৈধ সম্পর্কে মেলামেশার আগে তার স্বামী শরিফুলকে ঘুমের ঔষধ খাওয়াত সামসুর নাহার। পরে স্ত্রীর সঙ্গে আর সংসার করবেন না বলে জানান তিনি।

এ ঘটনার পর সামসুর নাহার বিয়ের দাবিতে চাচাশ্বশুর রুহুল আমিনের বাড়িতে অনশনে বসেন। এ ঘটনার পর থেকে রুহুল আমিন পলাতক।

সামসুর নাহার বলেন, রুহুল সম্পর্কে আমার চাচাশ্বশুর। প্রেমের ফাঁদে ফেলে তিনি আমার সঙ্গে শারীরিক সম্পর্ক করেছেন। বিষয়টি আমার স্বামী নিজ চোখে দেখেছেন। তাই আমার সংসার ভেঙে গেছে। বিষয়টি সে নিজেও জানে। তার কথা মতেই আমি বাড়ি থেকে তার বাড়িতে বিয়ের জন্য এসেছি। সে ফাঁকি দিয়ে ঢাকায় চলে গেছে। সেকারণে এখন আমি বিয়ের দাবিতে রুহুলের বাড়িতে অনশন করছি। বিয়ে না করলে তার ঘরেই আত্মহত্যা করবো।

রুহুলের বড় বোন বলেন, বিয়ের জন্য গতকাল রবিবার রাত থেকে আমাদের ঘরে অবস্থান করছেন সামসুর নাহার। আমার ভায়ের বউ ও ছেলে রয়েছে। সে ঢাকাতে ঠিকাদারি কাজ করেন। সামসুর নাহার ফাঁদে ফেলে এখন বিয়ের জন্য বসে রয়েছে। তিনি আরো বলেন, আমার ভাই বাড়িতে না আসায় এ বিষয়ে কোনো সুরাহা হচ্ছে না। মেয়েটিকে নিয়ে এখন আমরা বিপদে আছি।

আলমডাঙ্গায় ফুটপাত দখল করে ব্যবসা; পাঁচ মালিককে জরিমানা

আলমডাঙ্গায় ফুটপাত দখল করে ব্যবসা করায় পাঁচ দোকান মালিককে ১১ হাজার টাকা জরিমানা করা হয়েছে।

আজ সোমবার ভ্রাম্যমাণ আদালত পরিচালনা করে এ জরিমানা করেন উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা স্নিগ্ধা দাস। তাঁকে সহযোগিতা করেন আলমডাঙ্গা থানা-পুলিশের একটি দল।

আদালত সূত্রে জানাযায়, সোমবার দুপুরে উপজেলা নির্বাহী অফিসার পৌর শহরে কাঁচাবাজার মনিটরিং করছিলেন। হলুদপট্রি নামক এলাকায় কয়েকটি ক্রোকারিজ ব্যবসায়ী ফুটপাত দখল করে ব্যবসা পরিচালনা করছিলেন। এতে সাধারণ মানুষ যাতায়াত বিগ্ন ঘটছিল।

এমন সংবাদের উপজেলা নির্বাহী অফিসার স্নিগ্ধা দাস দুই দোকান মালিককে ৫ হাজার টাকা জরিমানা করেন। এসময় অন্যান্য মালিকেরা দোকান বন্ধ করে সটকে পড়েন। এছাড়া তিনটি হোটেল মালিককে ৬ হাজার টাকা জরিমানা করা হয়।

উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা (ইউএনও) স্নিগ্ধা দাস বলেন, অবৈধভাবে ফুটপাথ দখল করে ব্যবসায় করায় ব্যবসায়ীদের সর্তকতামূলক জরিমানা করা হয়েছে। এসময় তিনটি হোটেল মালিককেও জরিমানা করা হয়েছে।

আলমডাঙ্গার বিনোদপুরে মারামারি মামলার আসামীকে কারাগারে

আলমডাঙ্গার বিনোদপুর গ্রামে জমি সংক্রান্ত মারামারি মামলার আসামী রুহুল আমিন মাষ্টারকে জামিন বাতিল করে কারাগারে প্রেরণ করা হয়েছে।

আজ সোমবার মামলার ধার্য্য দিনে ওই আসামী আদালতে হাজির হয়ে জামিন আবেদন করলে ভুক্তভোগীর মেডিকেল রিপোর্টের ভিত্তিতে আসামীর জামিন নামুঞ্জুর করে কারাগারে পাঠানোর নির্দেশ দেয়া হয়।

জানা গেছে,আলমডাঙ্গার বিনোদপুর গ্রামে জমি জায়গা সংক্রান্ত বিষয়ে লুৎফর রহমানের সাথে একই গ্রামের মৃত রহিম মন্ডলের ছেলে আহাম্মদ আলীর সাথে বিরোধ হয়। এ বিরোধের জের ধরে গত ৩০ অক্টোবর মারামারির ঘটনা ঘটে। এ সময় লুৎফর রহমানকে কুপিয়ে রক্তাক্ত জখম করা হয়।

এ ঘটনায় গত ৪ নভেম্বর লুৎফর রহমানের ছেলের বউ মারজিয়া খাতুন বাদী হয়ে আলমডাঙ্গা থানায় মামলা দায়ের করেন। মামলায় বিবাদীর ছেলে জগন্নাথপুর জেস সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক রুহুল আমিন, তার পিতা আহাম্মদ আলীসহ ৪ জনকে আসামীকে করা হয়।

এদিকে কয়েকদিন পর আসামিগণ আদালতে জামিন আবেদন করলে আদালত এমসি রিপোর্ট পাওয়া পর্যন্ত জামিন মঞ্জুর করেন। আজ সোমবার ছিল ওই মামলার ধার্য্যদিন। ধার্যদিনে বাদীপক্ষ মেডিকেল রিপোর্ট দাখিল করেন। অন্যদিকে আসামী পক্ষ জামিন আবেদন করলে আদালত ভুক্তভোগীর দাখিল করা মেডিকেল রিপোর্ট পর্যালোচনা করে জামিন আবেদন নামঞ্জুর করে ১নং আসামী রুহুল আমিনকে কারাগারে পাঠানোর নির্দেশ দেন।

আলমডাঙ্গায় ভোক্তা অধিদপ্তরের অভিযানে পেঁয়াজের দাম কমালো ব্যবসায়ীরা

আলমডাঙ্গার কাঁচাবাজার ও আড়তে অভিযান চালিয়েছে জাতীয় ভোক্তা অধিকার সংরক্ষণ চুয়াডাঙ্গা অধিদপ্তর। এসময় অভিযানের খবর পেয়ে খুচরা পেয়াজ ব্যবসায়ীরা কেজিতে ৫০-৬০ টাকা দাম কমিয়ে বিক্রি করতে দেখা যায়। এসময় পণ্যের মুল্যতালিকা না থাকা ও ক্রয় বিক্রয় ভাউচার যথাযথভাবে সংরক্ষণ না করার অপরাধে চার প্রতিষ্ঠানকে ১১ হাজার টাকা জরিমানা করা হয়।

আজ রোববার (১০ ডিসেম্বর) দুপুরে এ অভিযান পরিচালনা করেন চুয়াডাঙ্গা অধিদপ্তরের সহকারী পরিচালক সজল আহম্মেদ।

এর আগে, গত শুক্রবার আলমডাঙ্গার কাঁচা বাজারে খুচরা পেঁয়াজ বিক্রি হয় ৯০-১০০ টাকা। হঠাৎ শনিবার সকাল থেকে পেঁয়াজের দাম কেজিতে ৬০-৭০ টাকা বেড়ে ১৬০-১৭০ টাকা করে বিক্রি হয়। রবিবার সকাল থেকে ১৬০-১৮০ টাকা বিক্রি করে ব্যবসায়ীরা। তবে দুপুরে ভোক্তা অধিদপ্তরের অভিযানের খবরে প্রত্যেক খুচরা পেয়াজ ব্যবসায়ীরা ৫০-৬০ টাকা কেজিতে কমিয়ে বিক্রি করছেন বলে জানিয়েছেন বেশ কিছু ক্রেতারা।

অভিযান সুত্রে জানা যায়, বিভিন্ন অভিযোগের পরিপেক্ষিতে আলমডাঙ্গার পেয়াজ, কাঁচামালের আড়ত ও খুচরা দোকানসহ অন্যান্য নিত্যপ্রয়োজনীয় পণ্যের প্রতিষ্ঠানে তদারকি করা হয়। অভিযানকালে পেঁয়াজের দাম বেশি মূল্যে বিক্রয়, পণ্যের মুল্যতালিকা না থাকা ও ক্রয় বিক্রয় ভাউচার যথাযথভাবে সংরক্ষণ না করার অপরাধে মেসার্স ইউনুচ স্টোরকে তিন হাজার টাকা, মেসার্স নজরুল ট্রেডার্সকে তিন হাজার টাকা, মেসার্স সোহেল ট্রেডার্সকে তিন হাজার টাকা, মেসার্স মন্টু ট্রেডার্সকে দুই হাজার টাকা জরিমানা করা হয়। এসময় ব্যবসায়ীদের সতর্ক করা হয় এবং সচেতনতামুলক লিফলেট বিতরণ করা হয়।

জাতীয় ভোক্তা অধিকার সংরক্ষন চুয়াডাঙ্গা অধিদপ্তরের সহকারী

পরিচালক সজল আহম্মেদ বলেন, পেঁয়াজের দাম বেশি মূল্যে বিক্রয় সহ বিভিন্ন অপরাধে চার প্রতিষ্ঠানকে ১১ হাজার টাকা জরিমানা করা হয়েছে।

আলমডাঙ্গায় নওদা-বন্ডবিলে মৌমাছির কামড়ে কৃষকের মৃত্যু

আলমডাঙ্গায় মৌমাছির কামড়ে মজিবর বিশ্বাস (৫২) নামে এক কৃষকের মৃত্যু হয়েছে। আজ শুক্রবার বিকেল ৫ টার দিকে ধান ক্ষেতে পানি দিতে গিয়ে এ ঘটনা ঘটে। নিহত মজিবর বিশ্বাস আলমডাঙ্গা পৌর এলাকার নওদা-বন্ডবিল গ্রামের মৃত সাদেক বিশ্বাসের ছেলে।

স্থানীয়রা জানান, আজ শুক্রবার বিকেলে কৃষক মজিবর নিজ খেতে পানি দিতে যান। বন্ডবিল রেলগেট নামক স্থানে পৌঁছালে বাঁজপাখির আক্রমণে গাছ থেকে মৌমাছির বাসা ভেঙে তার শরীরের উপর পড়ে। মৌমাছির কামড়ে তিনি গুরুত্বর আহত হন। তার চিৎকারে স্থানীয়রা উদ্ধার করে একটি প্রাইভেট ক্লিনিকে ভর্তি করেন। তিনি চিকিৎসাধীন অবস্থায় মারা যান।

এবিষয়ে পৌরসভার ৮ নম্বর ওয়ার্ড কাউন্সিলর আশরাফুল হোসেন বাবু জানান, মজিবর রহমান মাঠে যাচ্ছিলেন তার ধান ক্ষেত দেখতে। সাইকেল নিয়ে একটি গাছের নিচে তিনিসহ আরো কয়েকজন দাঁড়িয়ে কথা বলছিলেন। এসময় একটি বাজ পাখি মৌমাছির চাকে আক্রমণ করলে তা ভেঙ্গে মজিবর রহমানের গায়ের উপর পড়ে। বেশ কিছু মৌমাছি তাকে কামড়ে আহত করে। তাকে উদ্ধার করে স্থানীয় একটি বেসরকারি ক্লিনিকে নিলে কর্তব্যরত চিকিৎসক তাকে মৃত ঘোষণা করেন।

আলমডাঙ্গা থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) বিপ্লব কুমার নাথ জানান, কোনো অভিযোগ না থাকায় মরদেহ হস্তান্তর করা হয়েছে। এ ব্যাপারে একটি অপমৃত্যু মামলা দায়ের করা হয়েছে।

আলমডাঙ্গায় মানসিক ভারসাম্যহীন যুবতী নিখোঁজ

আলমডাঙ্গায় খালাতো বোনের বাড়িতে বেড়া গিয়ে ঝর্ণা খাতুন (১৬) নামে এক মানসিক ভারসাম্যহীন যুবতী নিখোঁজ হয়েছে।

গত ১৫ দিন পূর্বে সে উপজেলার কুমারী ইউনিয়নের দেঘলডাঙ্গা গ্রামে খালাতো বোনের বাড়িতে বেড়াতে যান। তার বোনের বাসা থেকে সকলের অজান্তে বের হওয়ার পর থেকে সে নিখোঁজ হয়। পরে বিভিন্ন স্থানে খোঁজাখুঁজি করে না পেয়ে ২২ নভেম্বর তার পিতা শহিদুল ইসলাম বাদী হয়ে আলমডাঙ্গা থানায় একটি সাধারণ ডায়েরী করেন।

যুবতীর পড়নে ছিল সালোয়ার কামিজ ও সুতি ফোটা যুক্ত ওড়না। গায়ের রং ফর্সা লম্বা, চামড়ার রং ফর্সা । ৪ ফুট ৬ ইঞ্চি এবং ৪০/৪৫ কেজি ওজন হবে। এবিষয়ে মানবিক বিবেচনায় ভারসাম্যহীন রোগীকে খুঁজে পেতে সকলের সহযোগিতা কামনা করেছেন ঝর্ণার পিতা শহিদুল ইসলাম।

আলমডাঙ্গার রামদিয়ায় জাল দলিলে প্রতারণার অভিযোগ

আলমডাঙ্গা উপজেলার রামদিয়া গ্রামে জাল দলিলে জমি রেজিস্ট্রি করে প্রতারণাসহ মিথ্যে মামলার হয়রানীর অভিযোগ উঠেছে। এছাড়া জোরপূর্বক ওই জমিতে থাকা ২ লাখ ৫৮ হাজার টাকার গাছ কেটে নিয়েছে। গাছ কাটা বাঁধা দেওয়া মিথ্যে মামলায় জড়ানো হয়েছে ভুক্তভোগী জমির মালিক আব্দুল জব্বার আলোক সহ তার ভাই ও স্ত্রী এবং ছেলে। ওই জমিতে কর্মরত প্রতিবেশি শ্রমিক ও তার স্ত্রী এবং মাদ্রাসা পড়ুয়া ছেলের বিরুদ্ধেও মিথ্যে মামলা দেওয়া হয়েছে।

জানাগেছে, উপজেলার খাসকররা ইউনিয়নের রামদিয়া গ্রামের মৃত আব্দুর বারীর ছেলে আব্দুল জব্বার আলোক তিনি গত ২০০৫ সালে ডা. সাহিদা খাতুনের নিকট থেকে তার পৈত্রিক বন্টনকৃত ৪২ শতক জমি ক্রয় করেন। আলোক প্রবাসে থাকায় তিনি ওই ক্রয়কৃত জমি নাম জারি করতে পারেনি। এসুযোগে প্রতিবেশী মৃত কামরুজ্জামানের ছেলে ইমরান হোসেন সে ২০১৯ সালে ডা. সহিদার বোন শরিফা রশিদকে ভুল বুঝিয়ে ৮ শতক জমির জাল দলিল করেন। প্রথম ক্রয়কৃত জমির মালিক আলোক তার জমি দখল নিতে গেলে তাদের হুমকি-ধামকি দেয় ইমরান ।

এরই একপর্যায়ে চুয়াডাঙ্গা জুডিশিয়াল আমলী দেওয়ানী আদালতে মামলা করেন। দীর্ঘ ২ বছর মামলা চলার পর কোর্ট আলোকের পক্ষে রায় দেন। এছাড়া ইমরানের জমির দলিল জাল (ভুয়া) বলে গণ্য করেন। এর আগে ইমরান জোরপূর্বক ওই জমিতে থাকা প্রায় ২ লাখ ৫৮ হাজার টাকার মূল্যের গাছ কেটে নেয়। গাছ কাটা বাধা দেওয়ায় তাদের দেশীয় অস্ত্রের মাধ্যমে হত্যার হুমকিও দেয় ইমরান গং।

গত কয়েক মাস পূর্বে শ্রমিক নিয়ে তার নিজ জমিতে আগাছা ও বেড়া নির্মাণের চেষ্টা করলে আলোক তার ছেলে আবু বক্কর সিদ্দিক আসিফ, স্ত্রী ডালিয়া খাতুন। এছাড়াও তার জমিতে কর্মরত প্রতিবেশী শ্রমিক তাইজাল, তার স্ত্রী রবুজা, ছেলে সোহাগের বিরুদ্ধে মিথ্যে মামলা দায়ের করেন। এতে তারা হয়রানীর সম্মূখিন হচ্ছে।

এবিষয়ে ভুক্তভোগী আব্দুল জব্বার আলোক জানান, ক্রয়কৃত জমি দখল দিতে দিচ্ছে না ইমরান। সে ক্ষমতার জোর দেখিয়ে মিথ্যে হয়রানী শিকার করছে। এছাড়া শ্রমিকদেরও মিথ্যে মামলার পাশাপাশি প্রাণনাশের হুমকি দিচ্ছে।

অভিযুক্ত ইমরান হোসেন জানান, গত ২০১৯ সালে শরিফা রশিদের নিকট থেকে ৮ শতক জমি কিনেছি। আদালতে মামলা চলছে।

আলমডাঙ্গায় বৈদ্যুতিক পোলের

সাথে প্রাইভেটের ধাক্কায় চিকিৎসক আহত

আলমডাঙ্গা পৌর এলাকায় প্রাইভেট কার নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে দুর্ঘটনায় আল ইমরান নামের এক চিকিৎসক মারাত্মক আহত হয়েছেন।

আজ রোববার সকালের দিকে ওই চিকিৎসক তার প্রাইভেট কার নিয়ে ড্রাইভিং করে যাওয়ার সময় আনন্দধাম এলাকায় নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে একটি বৈদ্যুতিক পোলে ধাক্কা লেগে চিকিৎসক গুরুতর আহত হন তিনি। স্থানীয়রা আহত চিকিৎসককে উদ্ধার করে একটি ক্লিনিকে ভর্তি করেন।

আহত চিকিৎসক আল ইমরান কলেজপাড়ার শেফা ক্লিনিকের স্বত্বাধিকারী ও উপ-সহকারী কমিউনিটি মেডিকেল অফিসার ডাঃ জাকারিয়া খালিদ তপনের ছেলে। ডাঃ আল ইমরান একটি বেসরকারি মেডিকেল কলেজ থেকে ডাক্তারি পড়েছেন।

পারিবারিক সুত্রে জানা যায়, ডাঃ আল ইমরান সকালে তার প্রাইভেট কার নিয়ে জামজামির উদ্দেশ্যে বের হন। প্রাইভেট কারটি আনন্দধাম কাদেরের মটর গ্যারেজের নিকট পৌঁছে নিয়ন্ত্রন হারিয়ে একটি বৈদ্যুতিক পোলের সাথে স্বজোরে ধাক্কা দেন। এতে তার প্রাইভেট কারের সামনের অংশ দুমড়ে মুচড়ে যায়। এতে মারাত্মক আহত হন আল ইমরান। স্থানীয়রা তাকে উদ্ধার করে একটি ক্লিনিকে ভর্তি করেন। সেখানে তাকে চিকিৎসা দেওয়া হচ্ছে। তার পিতা জাকারিয়া খালিদ তপন জানান,বর্তমানে তার অবস্থার উন্নতির দিকে। সন্তানের জন্য তিনি সকলের নিকট দোয়া চেয়েছেন।